|  |
| --- |
| **বিদ্যুৎ বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

দেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকাশক্তি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে দৈনন্দিন গৃহস্থালির কার্যক্রম ছাড়াও কৃষি, কুটির শিল্প এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভাসহ প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা, কুটির শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইতোমধ্যেই প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল/দ্বীপাঞ্চলে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক অফ-গ্রিড ও সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ফলে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে দেশের সকল পর্যায়ের নারীরা আত্মনির্ভরশীলমূলক বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণপূর্বক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত ১৯৯৮ সালের ২৫শে মার্চ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুযায়ী ২০২১-৪১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ৯ শতাংশ হারে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যুৎ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যেই দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সম্পদের সাথে কার্যক্রমের যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যকর নীতি ও পন্থা নির্ধারণ করে যাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধার ফলে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে নারী নিজের ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ | ৮৯৯ | ৮৮০ | ১৯ | 2.1 |
| বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড | 12,422 | ১১,৪৪৪ | ৯৭৮ | 7.9 |
| বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড | ৪৫,৯৪৯ | ৩৯,৬৪৭ | ৬,৩০২ | 13.7 |
| পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. | ৩,৩১৬ | ৩,১৩৫ | ১৮১ | 5.5 |
| ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. | ৩,৪২৭ | ৩,১৮২ | ২৪৫ | 7.2 |
| ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি. | ১,৯৬৫ | ১,৭৫৬ | ২০৯ | 10.6 |
| অন্যান্য | ৬,৯৬০ | ৬,৫৯১ | ৩৬৯ | 5.3 |
| **মোট :** | **74,146** | **৬৫,৮৪৩** | **৮,৩০৩** | **11.2** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

‘জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২’ অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬.৫১ কোটি। যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮.৩৩ কোটি এবং পুরুষের সংখ্যা ৮.১৭ কোটি। ২১শে মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন ঘোষণা করেছেন। যার ফলে দেশের শতভাগ নারী বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার প্রসার সংক্রান্ত কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের বিপুল সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ | বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২৬,৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধার ফলে আত্মনির্ভরশীলমূলক কর্মকাণ্ডে দেশের জনশক্তি বিশেষ করে নারীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সঞ্চালন লাইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন | নতুন নতুন এলাকায় শিল্পকারখানা/কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, যাতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ ও বিদ্যমান লাইন সংস্কার |
| নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম গ্রহণ | **নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি প্রসারের ফলে দেশের প্রত্যন্ত এলাকা বিদ্যুৎ অবকাঠামোর আওতায় আনার মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নারী উন্নয়নে সোলার হোম সিস্টেম ও জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত চুলা বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের** ফলে **নারীরা ঘরে বসেই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহার সম্পর্কে সহজেই জানতে পারছে। এতে তাদের কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে নিজের ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।** |
| লোড ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম | লোড ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নারীরা বিদ্যুতের পিক/অফ-পিক আওয়ার সম্পর্কে এবং কোন কোন সময়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই জানতে পারছে। সে অনুযায়ী নারীরা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। এতে তাদের সময় অপচয় রোধ হচ্ছে ও কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থা/কোম্পানির আওতায় নারী কর্মীদের শিশুদের জন্য ‘ডে-কেয়ার’ স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহে শূন্য পদে নিয়োগের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প গ্রহণকালীন অথবা নতুন পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী কর্মীর সংস্থান রাখা হচ্ছে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহে কর্মরত নারীদের কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। সোলার হোম সিস্টেম ও উন্নত চুলা বিতরণ কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করা সবসময় সম্ভব হয় না; এবং
* মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কিছু ক্ষেত্রে নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির প্রসার কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
* কর্মস্থলে যৌন হয়রানি বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
* কর্মীদের মানসিক বিকাশে কর্ম সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক ভ্রমণ, ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান এবং নারী দিবসসহ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনে উৎসাহ প্রদান;
* পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে আনুপাতিক হারে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
* বিদ্যুৎ খাতে নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি/স্কিম গ্রহণকালীন অগ্রাধিকারপূর্বক নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও নিয়োগ প্রদান।